সংবাদ

তারিখ ...২৮।১।৮৪... ... ...
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ... ...

071

নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষিত সমাজকে অংশ গ্রহণের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান গত শনিবার দেশের শিক্ষিত সমাজের প্রতি নিরক্ষরতার অভিশাপ ১৯৮৫ সালের মধ্যে নির্মূল করার জন্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে "১৯৮৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ" শীর্ষক ৬ দিনব্যাপী এক জাতীয় কর্মশিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে সরকারের একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা, স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহ, যুব ও মহিলা সমিতিগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ইউনেস্কোর সহযোগিতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিদফতর এ কর্মশিবিরের আয়োজন করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ফজলুর রহমান।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিদফতরের পরিচালক জনাব আবদুর রাজ্জাক, উক্ত পরিদফতরের সহকারী পরিচালক জনাব খলিলুর রহমান এবং বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব ফজলুর রহমান এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের ৪২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় এক লাখ মসজিদকে গণশিক্ষা কর্মসূচীর কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা উচিত। তিনি প্রাথমিক শিক্ষক এবং মসজিদের ইমামদের এ ক্ষেত্রে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচনে তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ আন্দোলনের বিস্তৃতির জন্যে সংসদ সদস্যদের এগিয়ে আসতে এবং প্রতি জেলায় অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়নের আহ্বান জানান। খবর বাসস পরিবেশিত।